“দেড় ডর্জন মাদক মামলার আসামিসহ আটক ২, ফেনসিডিল উদ্ধার”

মেহেরপুরে গাংনীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে দেড় ডর্জন মাদক মামলার আসামি আবুল কালামসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক ও ১০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালান যৌথবাহিনির একটি টিম।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট আবীর হোসেন ও মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেমসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেম সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের অলিনগরপাড়ার সুলতান মাহমুদের ছেলে ২০ টি মাদক মামলার আসামি এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী আবুল কালাম আজাদ (৪০) ও সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামের নওয়াব আলীর ছেলে একাধিক মাদক মামলার আসামি এরশাদ আলী (৩০)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে যৌথবাহিনীর সহযোগিতায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম সকাল ৮ টার দিকে তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকায় অবস্থান নিই। এসময় সীমান্তবর্তি সহড়াতলা এলাকা থেকে একটি সিএনজি তেরাইল গ্রামের দিকে আসছিলো আমাদের অবস্থান টের পেয়ে সিএনজি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো সিএনজিটি।
পরে যৌথবাহিনীর টিম ওই সিএনজির গতিরোধ করলে সিএনজির চালক পালিয়ে যায়।

এসময় সিএনজি থেকে ১০০ বোতল নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এরশাদ আলীকে আটক করেন। পরে এরশাদ আলীর দেওয়া তথ্য মতে, তেরাইল গ্রামের

অলিনগরপাড়ায় মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আবুল কালাম আজাদকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক বিক্রির আভিযোগ প্রায় ২০ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাকে, গাংনী থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি, র্যাব, সেনবাহিনীর টিম তার বাড়িতে একাধিকবার অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল, গাঁজাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। এসময় র্যাব অভিযান চালিয়ে তার কাছ থেকে নাইম এমএম পিস্তল গুলি উদ্ধার করেছে। সে বছরে নয় মাস বিভিন্ন মামলায় কারাগারে অবস্থান করেন। জেলখানা থেকে বের হয়েই আবার মাদকান্ডে জড়িয়ে পড়েন।

এছাড়া অপর আসামি এরশাদ আলীও একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। আজ আসামিদের গাংনী থানায় প্রেরণ করা হবে এবং মামলার কাজ প্রক্রিয়াধীন ও জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।